কৃষি সুপারিশ

১৫-১৮ই জুন, ২০২৩ (৩১ শে জ্যৈষ্ঠ - ২ রা আষাঢ়, ১৪৩০)

আউস ও আমন ধানের বীজতলা তৈরী - এক একর জমি রোয়ার জন্য ০.১ একর বা ১০ শতক বীজতলা তৈরী করতে হবে। বীজতলার জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু, জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। সমগ্র বীজতলাটিকে কয়েকটিচওড়াখন্ডে ভাগ করে নিতে হবে এবং প্রতিটি খন্ডের প্রসথ্য ১.২০ মিটার বা ৪ ফুট হবে। প্রতিটি খন্ডের চারপাশে ৩০ সেমি বা১ ফুট চওড়া ও ১০ সেমি বা ৪ ইঞ্চি গভীর নালা রাখতে হবে। অতিরিক্ত নোনা মাটির জমি বীজতলার জন্য উপযুক্ত নয়।অল্প নোনা জমিতে বীজতলা করতে হলে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে, কখনই যেন বীজতলা শুকিয়ে না যায়। প্রতি১০ শতক বীজতলার জন্য গোবর বা কম্পোষ্ট সার ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি,ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি লাগবে।

পাট :

রোগ-পোকা আক্রমনের দিকে লক্ষ্য রাখুন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। **কেড়ি পোকা**:-পাটের চারা ২-৩ ইঞ্চি বড় হলেই কালো রঙের এই পোকার আক্রমনে গাছের ডগাগুলি শুকিয়ে ঢলে পড়ে ও আক্রান্ত জায়গায় গাঁট হয়ে আঁশের মান খারাপ হয়।

ঘোড়া বা তিড়িং পোকা- সবুজ রঙের কীড়া চলার সময় পিঠের কিছুটা অংশ উঁচু করে চলে ও ডগার কচি পাতা খায়।

বিছা পোকা-হলদে রঙের শুঁয়োযুক্ত কীড়া ছোটো অবস্থায় একসঙ্গে থাকে ও পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জালের মতো করে দেয়। প্রতিকারে প্রথমে নিম ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে ঔষধ যেমন, কার্বসালফান-২৫% বা কুইনালফস-২৫-ইসি ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।**মাকড়** : লাল মাকড়ের আক্রমনে নীচের দিকের পুরানো পাতায় হলদে ছিট ছিট দাগ দেখা যায় তবে পাতা কোঁকড়ায় না। তিতা পাটে বেশী আক্রমন হয়। হলদে মাকড় পাতার নীচের দিকে রস চুষ খায় ও পাতা কুঁকড়ে তামাটে হয়ে যায়।

মাকড় দমনে প্রথমে নিম ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করুন ও পরে প্রয়োজনে রাসয়নিক ঔষধ যেমন, ডাইকোফল১৮. ৫% বা ফেনাজাকুইন ২মিলি হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

পাটের **রোগের** মধ্যে কান্ড বা ডাঁটা পচা রোগে এই সময় পাতায় অসংখ্য ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায় যা পরে বড় হয়ে বাদামী পচা অংশের সৃষ্টি করে। প্রতিকারে ম্যানকোজেব ৭৫% ২.৫ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম ৫০% ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।মোজাইক বা পাতায় ছিটে রোগে পাতায় হলদে ও সবুজ রঙের ছিটে দাগ দেখা যায় ও পাতা কুঁকড়ে যায়।এই রোগের বাহক সাদামাছি নিয়ন্ত্রণের জন্য অক্সিডিমেটন মিথাইল ২৫% হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।

খরিফ ভূট্টা - উঁচু ও মাঝারি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটির যে কোনো জমি ভূট্টা চাষের উপযুক্ত। খরিফ ভূট্টার উপযুক্ত জাত - বিবেক-২৭, বিবেক-কিউ.পি.এম-৯, ডি.এম.এইচ ১১৮, যুবরাজ গোল্ড, শ্রীরাম ৯২২০, বায়ো ৯৬৮১ ইত্যাদি। উপযুক্ত জাতের বীজ সংগ্রহ করে বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ক্যাপটান ৭৫% ২.৫ গ্রাম বা ভিটাভ্যাক্স ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। বীজ বোনার জন্য জুনের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ উপযুক্ত সময়।গভীর লাঙ্গল দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরীর সময় একরে ২টন কম্পোষ্ট, ৬কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর ও পি.এস.বি মেশানো উচিৎ। হাইব্রিড ভূট্টায় একরে মূলসার হিসেবে ১৯ কেজি নাইট্রোজেন, ২৮ কেজি ফসফেট ও১০ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করা উচিৎ।

আখ:

মুড়ি-আখ চাষে মূলসার প্রয়োগের ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ৭৩ কেজি, ও পটাশ ২৩ কেজি প্রয়োগ করুন।দ্বিতীয় চাপান হিসাবে মূলসার প্রয়োগের ৯০ দিন পর নাইট্রোজেন ৭২ কেজি, ও পটাশ ২২ কেজি প্রয়োগ করুন। এই আখ চাষে রোগ-পোকার আক্রমন বেশী হয় , সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

বসন্ত-কালীন আখে প্রয়োজনীয় সেচ দিন, আগাছা পরিস্কার করুন ও আখ বসানোর ৪৫ দিন পর প্রথম চাপান হিসাবে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন ও ৫০ কেজি পটাশ মাটিতে প্রয়োগ করুন। সাথী-ফসল হিসাবে দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গায় ঢেঁড়স, পুঁই, বরবটি ইত্যাদি শাক-সব্জীর চাষ করুন।

সবুজ সার :

আমন ধান চাষে জৈবসার যোগানের জন্য সবুজসার হিসাবে ধনচে বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এজন্য আমন ধান রোপনের দেড় থেকে দুই মাস আগে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলের সুযোগ নিয়ে ২টি চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ৪ কেজি ধনচে বীজ বুনতে পারেন। বীজ বোনার আগে বিঘাপ্রতি ২০-২২ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ,সম্প্রচার ওতথ্য), পশ্চিমবঙ্গ